সন্ধান

একমাত্র পরিবেশক

বম্বে পিক্‌চার্স ডিষ্ট্রীবিউটার্স প্রাইভেট্ লিমিটেড

৫, ৬ ও ৭ সিনাগগ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পর্দ্দার উপরে

ছবি বিশ্বাস সীতা দেবী রেণুকা রায় রবি রায় পূর্ণিমা
পাহাড়ি ঘটক ফণী রায় শ্যাম লাহা নৃপতি বীরেন
মিত্র ননী মজুমদার মনি চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপ
আশু ধীরেশ জগন্নাথ বাসন্তী
কুমার মিত্র
আরো অনেকে—

পর্দ্দার আড়ালে

আলোক চিত্র তত্ত্বাবধানে : অজয় কর : চিত্র-শিল্পী : বিমল মুখার্জী : শব্দগ্রহণে : পাঁচুগোপাল দাস : শিল্প নির্দেশনায় : বীরেন নাগ : সম্পাদনা : সন্তোষ গাঙ্গুলী : সঙ্গীত পরিচালনা : পবিত্র দাসগুপ্ত (এঃ) : আবাহ যন্ত্রসঙ্গীত : সুরশ্রী ও এইচ এম ভি অর্কেস্ট্রা : রূপসজ্জায় : প্রাণানন্দ গোস্বামী : গীত রচনা : কবি বটকৃষ্ণ দে, নরেশ চক্রবর্ত্তী, সুরেশ চৌধুরী : কৃতজ্ঞতা স্বীকারে : প্রেমেন্দ্র মিত্র, অখিলেশ চট্টোপাধ্যায়, নরেশ চক্রবর্ত্তী, নিমাইচাঁদ বড়াল :

সহকারীগণ—

পরিচালনায় : নিতীশ রায় রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর সোম : চিত্র গ্রহণে : এ ইসমাইল কানাই দে : শব্দ গ্রহণে : ধরণী রায় চৌধুরী : সম্পাদনে : কৃষ্ণকালী সমাদ্দার : শিল্প নির্দেশনায় : শান্তি দাস : রূপ সজ্জায় : দেবী বিজয় আর ভীম : ব্যবস্থাপনায় : গোপীনাথ দে, পাঁচুগোপাল দাস : নৃত্য পরিচালনায় : দীপ্তেন্দু কুমার : স্থির চিত্র : স্টীল ফটো সার্ভিস : প্রধান কর্ম-সচীব : সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় : পরিচয় লিখন : শচীন ভট্টাচার্য্য : রচনা চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : শ্রীচিত্র সেন :

সন্ধান

মানব চরিত্রের অসীম রহস্যের আবরণ উন্মোচন করে কতটুকু বা জানা যায়? বিপুল ধরণীর কত কি আমরা জানি না, তাবলে সে সব কি নেই? তবু ডাক্তার পাকড়াশীর কাহিনী যতটুকু জানা গিয়েছিল তাও কম বিস্ময়কর নয়। পাকড়াশী ছিলেন যেমন আগুণের মত উগ্র তেমনি তরবারির মত ধারাল। তাঁর দৃষ্টিতে ছিল একটি মাত্র লক্ষ্য—বড়লোক হবার গগনস্পর্শী উচ্চাশা। বড় লোক তিনি হয়েও ছিলেন—নানা ছলে নানা কৌশলে। নিষ্প্রাণ আর নকল লোক নিয়েই তাঁর ছিল নকল কারবার। তাই তিনি তাঁর মানসিক অস্থিরতায় শান্তি আনবার জন্যে বিয়ে করেছিলেন গ্রাম্য একটি অসহায় মেয়ে—রাণীকে। রাণী জানে তার স্বামী এমন অসহায় আর গরীব যে স্ত্রীকে পাওব-বর্জিত এক পাড়াগাঁয়ে একা ফেলে রেখে কলকাতায় টহলদারী ক্যানভাসারগিরি করে বেড়াতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আসলে তিনি যে জাল-জুয়াচুরীর ঝুটো ব্যবসা করেন এ কথা রাণী কেন অনেকেই জানত না।

একদিন হঠাৎ তার স্বামীর মুখ থেকে নকল মুখোশ খসে গিয়ে আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল! এই তার স্বামী! চিত্ত-বেদনায় বেচারী রক্তাক্ত হয়ে গেল। চাপা আগুণে তার ভিতরটা পুড়ে গেল। তবু সে আর্তনাদ করে উঠল না। মুখোমুখী দাঁড়াতে চাইল তার প্রতারক স্বামীর সামনে। পরদিন ভোর হতেই সকলের অজ্ঞাতসারে এমন কি সারা গ্রামের মধ্যে তার একটিমাত্র কল্যাণকামী বান্ধবী-কল্যাণীকেও লুকিয়ে চলে গেল সে কলকাতায়।

কল্যাণী মেয়েটিরও বিয়ে সুখের হয়নি। বিপত্নীক ধনী জমিদার শ্বশুর, পুত্রবধূকে প্রাণাধিক ভালবাসলে কি হয় স্বামীর ভালবাসা থেকে সেও যে বঞ্চিতা!

কলকাতায় এসে রাণী জানতে পারল তার স্বামী এক বিখ্যাত আরোগ্য নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা ও ডাক্তার। পাকড়াশী প্রথমে রাণীকে তাড়িয়ে দেবার

বৃথা চেষ্টা করলেও শেষ পর্য্যন্ত গৃহে স্থান দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু কটা দিনই বা কাটল। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একদিন এমন বিশ্রী ভাবে কলহ হল যে রাণী এক কথায় বিষাক্ত পরিবেশ থেকে মুক্ত হাওয়ার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বার দৃঢ়পণ করে বসল। হ্যাঁ সে স্বাধীন হবে। এতদিন তার স্বামী অভিনয় করেছেন, এবার সে নিজে অভিনেত্রী হবে। তাঁর পরুষের নিষ্ঠুর পৌরুষতার কড়ায় গণ্ডায় প্রতিশোধ নেবে!

তাই হল। রঙ্গ-মঞ্চে রাণীর পরিচয় হল—মণীষা দেবী। লীলাকুশলা নৃত্য-গীত পটিয়সী অভিনেত্রী মণীষার নাম আজ আবাল-বৃদ্ধ বণিতার মুখে মুখে। ধনীপুত্র সমরেশ অনায়াসে একদিন মণীষার সাথে পরিচিত হল আর সে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হতে দেরিও লাগল না। মণীষাকে সে প্রতিশ্রুতি দিল তাদের নবপ্রতিষ্ঠিত চিত্র প্রতিষ্ঠানে একলাখ টাকা তার বাবার কাছ থেকে চেয়ে এনে তাকে দেবে। কিন্তু সমরেশ জানে সে চাইলে টাকা পাবে না। কল্যাণীকে দিয়ে চাইবার কৌশল করল। শ্বশুর পুত্রবধুর অনুরোধ রক্ষা করলেন। ছেলে নাকি ওষুধের ব্যবসা করবে—দিলেন লাখ টাকা। কিন্তু কোন ব্যবসাও হল না ছবিও হল না। হল শুধু মণীষার বাড়ি গাড়ি আর শাড়ী—এই সব। এ খবর চাপা থাকল না। সমরেশের বাবার কাণেও এল। ক্ষিপ্ত সিংহের মত গর্জে উঠলেন তিনি—'ওকে ত্যাজ্যপুত্তুর করব। বৌমার নামে সর্বস্ব লিখে দেব!'

কল্যাণীর দাদা আপাতত তাঁকে শান্ত করে ভগ্নীকে নিয়ে একবার সমরেশের কাছে কলকাতায় যাবার প্রস্তাব করলেন।

এদিকে রাণী-অভিনেত্রী মণীষা সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশের মধ্যে থেকেও স্বামীর অবিস্মরণীয়তাকে ভুলে যায় নি। সে প্রতিদিন পাকড়াশীর ছবি পুজো করে। তাই তার রূপ-মুগ্ধ সমরেশকে যেদিন বুঝিয়ে দিচ্ছিল অভিনেত্রী হলেও সে পর-স্ত্রী অভিনয় বর্ত্তমান বৃত্তি বটে আসলে তার পতিব্রত্যই ধর্ম—সেদিনই কল্যাণী তার দাদার সঙ্গে এদের সামনে এসে দাঁড়াল! একি! এ যে রাণী বৌদি পাশে নিয়ে বসে আছে তার স্বামীকে! পরের ঘটনা রূপালী পরদায় দেখুন।

গান

১

ভুল করে হায় বেঁধেছিনু ঘর
বিরহের বালুচরে
কামনার ফুলগুলি আজ
লুটায় ধুলির পরে
নিবিড় করিয়া বেঁধেছিলে
শুধু তাই—
খুলে গেছে বাহুডোর।
বাসরে স্বপন ভাঙিল আমার
না হতে রজনী ভোর।
জ্বালায়েছ হৃদে বিরহের শিখা
না হতে রজনী ভোর।
বিরহ প্রদীপে খুঁজি গো তোমায়
আঁধার হৃদয় ভরে॥

২

ইন্দ্রধনুর স্বপ্ন আমার
লাগল মনে মনে
গুণ গুণ গুণ গুণ গুঞ্জরণে
মন কুঞ্জবনে।
এল ভ্রমর এল এলরে
মধুলগনে।
সাথে সাথে মৃদু লাগল দোলা
মনের পাগল হল আপন ভোলা
আঁখি ঠারি মরমে
উতল হাওয়ায় মন উতল হল
মধু লগণে।
ভালবাসায় ওগো ভাল বাসায়
বাঁধব তারে।
মন কুঞ্জবনে-অভিসারে
চির মধুর লগণে।

৩

গাঁথব মালা
গাঁথব গানের মালা
তোমার সুরের ছন্দ নিয়ে
গাঁথব গানের মালা।
বরণ তোমায় করব নিয়ে
গানের বরণ ডালা।
চাঁদের আলোয় হবে দেখা
মনের মাঝে থাকবে লিখা
অভিসারের রাতে রবে
স্বপন প্রদীপ জ্বালা।
ঘুমের অলস আসলে পরে
তোমার আলো পড়বে ঝরে
আসবে প্রভাত মিলন রাঙা
কতনা রঙ ঢালা।

৪

মরণ ভোলান বেশে
জীবন-দোলান প্রিয়তম
তুমি এলেনা মনের দেশে।
থাকি মিলন অনুরাগে
প্রতিটি রজনী জাগি
নিজেরে ভুলিয়া গিয়া
তোমারে ভালবেসে।
প্রেমের কুসুম ঝরে অনাদরে
আঁধার রাতে পথে ধুলির পরে।
স্বপনের জাগরণে
কতব্যথা জাগে মনে
তবু ত আসে না সে
তিমির লগন শেষে।

পরবর্ত্তী আকর্ষণ—

স্বপ্ন ও স্মৃতি

কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৬